পাক্ষিক

আহমদী

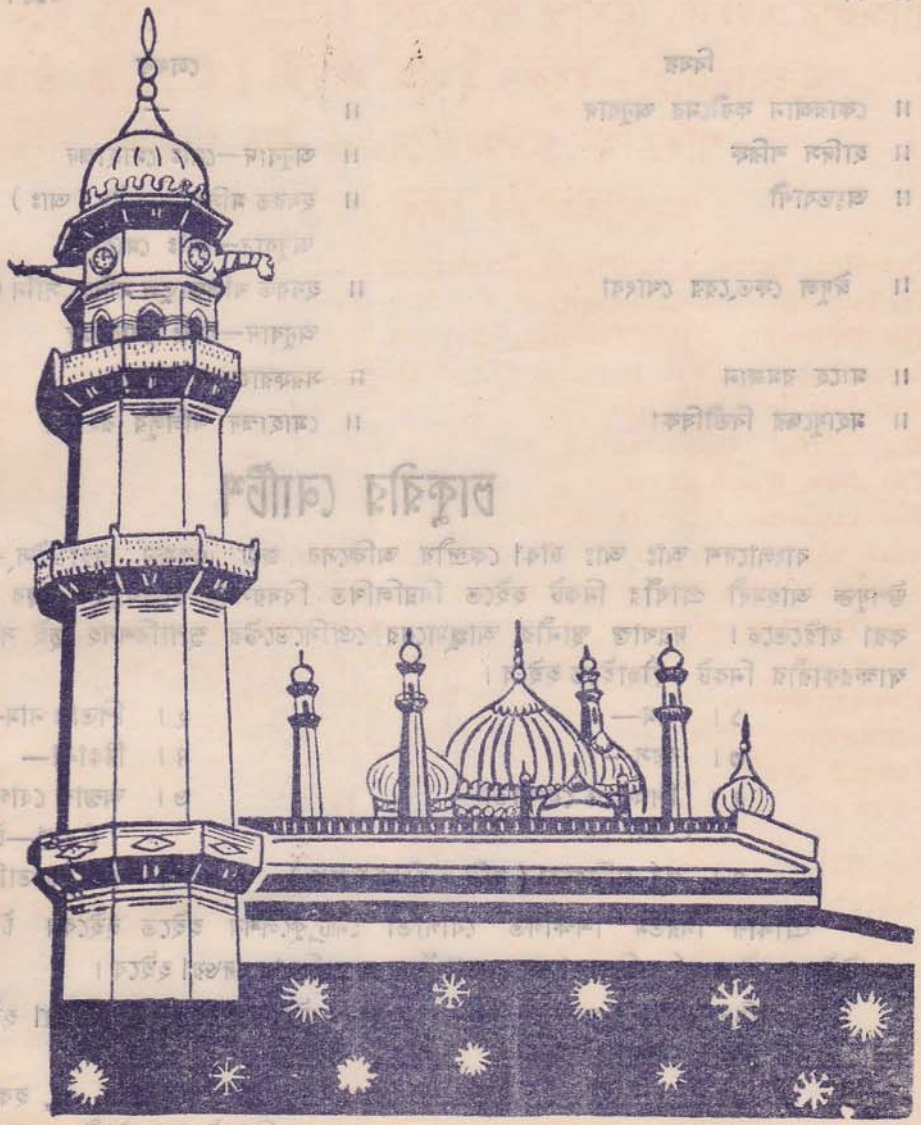

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

১২শ সংখ্যা

১৪ই, কার্ত্তিক, ১৩৭৯ বাংলা : ৩১শে অক্টবর, ১৯৭২ ইং : ৩১শে, এখা, ১৩৫১ হিজরী শামসী :

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত ৬.০০ টাকা : অন্যান্য দেশ ১৪ শিলিং

সূচীপত্র

আহ্‌মদী
২৬ বর্ষ

১২শ সংখ্যা
৩১শে অক্টবর, ১৯৭২ ইং

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ —	॥ ১
॥ হাদিস শরিফ	॥ অনুবাদ—মৌঃ মোহাম্মদ	॥ ৩
॥ অমৃতবাণী	॥ হযরত মসিহ্‌ মাওউদ (আঃ) অনুবাদ—মৌঃ মোহাম্মদ	॥ ৪
॥ ঈদুল ফেত্‌রের খোৎবা	॥ হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌ সানি (রাঃ) অনুবাদ—মৌঃ মোহাম্মদ	॥ ৫
॥ মাহে রমজান	॥ সরফরাজ এ সাত্তার	॥ ১৫
॥ মহাযুদ্ধের বিভীষিকা	॥ মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	॥ ১৭

চাকুরীর নোটিশ

বাংলাদেশ আঃ আঃ ঢাকা কেন্দ্রীয় অফিসের জন্য একজন একাউন্টস্‌-ক্লার্ক আবশ্যক। উপযুক্ত আহমদী প্রার্থীর নিকট হইতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখপূর্বক সত্বর দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। দরখাস্ত স্থানীর আঞ্জুমানের প্রেসিডেন্টের সুপারিশসহ দুই সপ্তাহের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পৌঁছাইতে হইবে।

১। নাম—
২। পিতার নাম—
৩। বয়স—
৪। ঠিকানা—
৫। শিক্ষাগত যোগ্যতা—
৬। অন্যান্য যোগ্যতা— (যথা—টাইপিং ইত্যাদি)
৭। পূর্ব অভিজ্ঞতা (যদি থাকিয়া থাকে)
৮। বয়েতের তারিখ—

প্রার্থীর নিম্নতম শিক্ষাগত যোগ্যতা মেট্রিকুলেশন হইতে হইবে। টাইপিংএ জ্ঞান ও একাউন্টস্‌ লাইনে পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

নির্বাচিত ব্যক্তিকে বর্তমানে মাসিক ২০০·০০ টাকা হারে বেতন দেওয়া হইবে এবং থাকার ফ্রি জায়গার সুবিধা দেওয়া হইবে।

এ, টি, এম, হক
রেসিডেন্ট সেক্রেটারী, বাংলাদেশ আঃ আঃ
৪নং বকশীবাজার, ঢাকা—১

দোয়ার আবেদন

চরদুখিয়া নিবাসী জনাব মোহাম্মদ এসহাক পাটোয়ারী সাহেব এবার বিমানযোগে হজ্জে যাওয়ার জন্য আবেদন করিয়াছেন। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন আল্লাহ তালা যেন তাঁহাকে হজ্জব্রত পালন করার তৌফিক দেন এবং ইহাকে তাঁহার ও জামাতের জন্য বাবরকত করেন।

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায় ঃ ২৬শ বর্ষ ঃ ১২শ সংখ্যা ঃ
১৪ ই কার্ত্তিক ১৩৭৯ বাং ঃ ৩১শে অক্টোবর, ১৯৭২ ইং ঃ ৩১শে এখা, ১৩৫১ হিজরী শামসী ঃ

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

॥ সুরা কাহ্ফ ॥

৬ রুকু ৫ আয়াত

৪৬। এবং তুমি তাহাদের সম্মুখে এই পার্থিব জীবনের
উপমা বর্ণনা কর, উহা সেই বৃষ্টিধারা সদৃশ্য,
যাহা আমরা মেঘমালা হইতে বর্ষণ করিয়াছি,
অনন্তর উহার সহিত পৃথিবীর উদ্ভিদ-পুঞ্জ
সংমিশ্রিত হইয়া গেল, তারপর উহা বিদ্ধস্ত
হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল, যাহাকে বাতাস
(বিক্ষিপ্তভাবে) উড়াইয়া ফিরে ; বস্তুতঃ আল্লাহ্‌
প্রত্যেক বিষয়ের উপর সম্যক শক্তিমান।
৪৭। ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি এই পার্থিব জীবনের
সৌন্দর্য্য, কিন্তু চিরস্থায়ী পূণ্যকর্ম তোমার রবের
দৃষ্টিতে পুরস্কারের দিক দিয়াও উত্তম এবং
(ভবিষ্যৎ) আশার দিক দিয়াও উৎকৃষ্ট।

৪৮। এবং (স্মরণ কর) যেদিন আমরা পাহাড়গুলিকে (নিজ নিজ স্থান হইতে) সঞ্চালিত করিব এবং তুমি পৃথিবী (বাসী)-কে দেখিবে (এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে) যুদ্ধের জন্য ধাবমান এবং আমরা তাহাদের সকলকে একত্রিত করিব এমন কি তাহাদের একজনকেও বাদ দিব না।

৪৯। এবং তাহাদিগকে পেশ করা হইবে তোমার রবের সমীপে সারিবদ্ধভাবে (এবং তাহাদিগকে বলা হইবে) নিশ্চয় তোমরা (এমনি নিঃসহায় অবস্থায়) আমাদের নিকট আসিয়াছ, যেভাবে আমরা তোমাদিগকে প্রথম বার সৃষ্টি করিয়াছিলাম, (অথচ তোমরা ইহার আশাই কর নাই) এবং তোমরা এই ধারনা করিয়াছিলে যে. আমরা তোমাদের জন্য ওয়াদা পূর্ণ করার সময় নির্দিষ্ট করিব না।

৫০। এবং (তাহাদের সম্মুখে) তাহাদের কর্ম'-লিপি রাখিয়া দেওয়া হইবে, তখন (হে পাঠক !) তুমি এই অপরাধীদিগকে দেখিতে পাইবে যে, উহার মধ্যে যাহা আছে তজ্জন্য তাহারা সন্ত্রস্ত অবস্থায় (উহা দেখিতেছে) এবং তাহারা বলিবে, হায় আমাদের কত আক্ষেপ ! এ কি (ভয়ানক) যে ছোট বড় কোন কিছুই ইহা লিপিবদ্ধ করিতে ছাড়ে নাই এবং তাহারা যাহা কিছু করিয়াছিল তাহা উপস্থিত পাইবে এবং তোমার রব কাহারও প্রতি অবিচার করিবেন না।

(ক্রমশঃ)

নাজাত বা মুক্তি লাভের পথ

হে প্রিয় বন্ধুগণ ! তোমরা অল্পদিনের জন্য এই দুনিয়াতে আসিয়াছ এবং তাহারও অনেকখানি অংশ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তোমরা নিজ প্রভুকে অসন্তুষ্ট করিও না। যদি তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী কোন মানবীয় গভর্ণমেণ্ট অসন্তুষ্ট হয়, তবে উহা তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। অতএব ভাবিয়া দেখ, খোদাতা'লার অসন্তুষ্টি হইতে তোমরা কেমন করিয়া বাঁচিতে পার ? যদি তোমরা খোদাতা'লার দৃষ্টিতে 'মুত্তাকী' বা ধর্মপরায়ণ বলিয়া পরিগণিত হও, তবে কেহই তোমাদিগকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। খোদাতা'লা স্বয়ং তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন, এবং যে শত্রু তোমাদের প্রাণ নাশের চেষ্টায় আছে, সে তোমাদিগকে কাবু করিতে পারিবে না। নচেৎ তোমাদের প্রাণের রক্ষক কেহই নাই, এবং তোমরা শত্রুর ভয়ে বা অন্যান্য বিপদে পতিত হইয়া অশান্তির জীবন যাপন করিবে, এবং তোমাদের জীবনের শেষাংশ অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভে অতিবাহিত হইবে। যাঁহারা খোদাতা'লার হইয়া যান, খোদাতা'লা তাঁহাদের আশ্রয়দাতা হইয়া থাকেন। অতএব খোদাতা'লার দিকে এস এবং তাঁহার প্রতি প্রত্যেক বিরোধভাব পরিহার কর, এবং তাঁহার প্রতি কর্তব্য সম্পাদনে শৈথিল্য করিও না এবং তাঁহার বান্দাগণের প্রতি মুখ বা হস্ত দ্বারা জুলুম করিও না, এবং স্বর্গীয় কোপ ও রোষকে ভয় করিতে থাক ; ইহাই নাজাত বা মুক্তি লাভের পথ।

[হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)
প্রণীত : কিশ্তি-এ-নূহ]

হাদিস শরীফ

নফল রোযা

(১)

যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখে এবং তৎপর শওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখে, সে যেন সারা বছর রোযা রাখিল। (মুস্লিম)।

(২)

ঈদুল ফেতরের দিন এবং কুরবাণীর ঈদের তিন দিন রোযা রাখা হারাম। (বুখারী ও মুস্লিম)।

(৩)

তোমরা কেহ জুমার দিন রোযা রাখিবে না, যদি না উহার পূর্ব বা পর দিন রোযা রাখ। (বুখারী ও মুস্লিম)।

(৪)

আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌র রসুল সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখিতেন। (তিরমিযি, নেগাব)।

(৫)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌র রসুল যখন আশুরার (মহররমের দশ) তারিখে (স্বয়ং) রোযা রাখিলেন এবং (অন্যদের) রোযা রাখার আদেশ দিলেন, তখন তাঁহারা বলিলেন, হে, আল্লাহ্‌র রসুল। আজিকার দিনকে ইহুদী এবং খ্রীষ্টানগণ অতি সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে। আল্লাহ্‌র রসুল বলিলেন, আমি যদি আগামি বৎসর জীবিত থাকি, আমি নিশ্চয় নবম তারিখে রোযা রাখিব। (মুস্লিম)।

(৬)

আবু জার (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌র রসুল বলিয়াছিলেন, হে আবু জার। যখন তুমি কোন মাসে তিন দিন রোযা রাখ, তখন চাঁদের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখে রোযা রাখ। (তিরমিযি, নিসাঈ)।

(৭)

যে কেহ আল্লাহ্‌র পথে রোযা রাখে, আল্লাহ্ তাহার ও দোযখের মধ্যে এমন এক গর্ত খনন করেন যাহা পৃথিবী ও আকাশের মধ্যের ব্যবধানের সমান। (তিরমিযি)।

(৮)

যে কেহ আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের জন্য একদিন রোযা রাখে, আল্লাহ্ তাহার নিকট হইতে দোযখকে এত দূরে রাখিবেন, যতদুর একটি কাক অতি বৃদ্ধকাল পর্যন্ত উড়িয়া যাইতে পারে। (অহমদ, বাইহাকী)।

দাড়ি ও মোচ ও চুল সম্বন্ধে

(১)

মুশরেকদিগের বিপরীত কাজ কর—দাড়ি রাখ এবং মোচ ছোট করিয়া ছাঁট।

(২)

আল্লাহ্‌র রসুল মোচ ছোট করিয়া ছাঁটিতেন এবং ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ্ ইহা করিতেন। (তিরমিজি)।

(৩)

যে মোচ ছোট করিয়া ছাঁটে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নহে। (তিরমিযি, নেসাই)।

(৪)

পাঁচটি স্বাভাবিক অভ্যাস—খতনা করা, লজ্জাস্থানের চুল অপসারণ করা, মোচ ছোট করিয়া ছাঁটা, নখ কাটা, বগলের চুল অপসারণ করা। (বোখারী ও মুস্লিম)।

(৫)

আল্লাহ্‌র রসুল দাড়ির দৈর্ঘ ও প্রস্থ হইতে কিছু ছাঁটিতেন। (তিরমিযি)।

অনুবাদ ঃ **মোহাম্মাদ**

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) এর

অমৃত বানী

সত্যিকার নামায

স্মরণ রাখিও, নামায এমন এক বস্তু যে ইহার দ্বারা দুনিয়াও সাজান যায় এবং ধর্ম'ও। কিন্তু অধিকাংশ লোকে যে নামায পড়ে, সেই নামায তাহাদিগকে অভিশাপ দেয়। যথা আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন ويل للمصلين অর্থাৎ অভিশাপ সেই সকল নামাযীর উপর তাহারা নামাযের তত্ব সম্বন্ধে বেখবর।

নামায এমন এক বস্তু যে, উহা পড়িলে সকল প্রকার মন্দ কাজ এবং নির্লজ্জতা হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু যেমন আমি পূর্বে বলিয়াছি এরূপ নামায পড়া মানুষের নিজের সাধ্যের বাহিরে। এইরূপ নামায পড়ার পথ লাভ করা আল্লাহ্র সাহায্য ও সহায়তা ব্যতিরেকে সম্ভব নহে। সুতরাং প্রয়োজন তোমার দিবস এবং তোমার রাত্রি, এক কথায় কোন মূহুর্ত যেন দোওয়া ছাড়া না কাটে।

আসন্ন দিন

স্মরন রাখিও। বড়ই কঠিন দিন আসিতেছে যখন পৃথিবীকে ভয়ঙ্কর বিপৎপাত ও মুসিবতের সম্মুখীন হইতে হইবে। আল্লাহ্তায়ালা আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে গুরুতর মহামারী এবং রকম বেরকমের পার্থিব এবং নৈসর্গিক বিপদরাশী প্রকাশিত হইবে এবং এক প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পেরও খবর দিয়াছেন, যাহা কেয়ামতের নমুনা সদৃশ হইবে এবং যাহার সম্বন্ধে খোদাতায়ালা বলিয়াছেন যে ঐ ভূমিকম্প হঠাৎ আসিবে। অনুরূপ আরও বহু ভীতিপ্রদ সংবাদ তিনি দিয়া রাখিয়াছেন। যদি তোমরা জানিতে আমি যাহা দেখিতেছি, তাহা হইলে তোমরা সারা সারা দিন এবং সারা সারা রাত্রি খোদাতায়ালার সম্মুখে কাঁদিতে থাকিতে।

{ মলফুযাত ১০ ম খণ্ড
৬৬ ও ৬৭ পৃষ্ঠা }
অনুবাদ—মোহাম্মাদ

অতএব যে ব্যক্তি আমার নিকট খাঁটিভাবে বয়েত করে এবং সরল হৃদয়ে আমার অনুসরণ করে এবং আমার আজ্ঞা পালনে তৎপর হইয়া নিজের সকল ইচ্ছাকে পরিহার করে, তাহার জন্য এই বিপদের দিনে আমার আত্মা আল্লাহ্তালার নিকট অবশ্য শাফায়াৎ (মুক্তি প্রার্থনা) করিবে।

(কিশ্তি-এ-নূহ্)

ঈদুল ফেত্‌রের খুৎবা

হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রাঃ)

(কাদিয়ান, ২৯ মে ১৯২২ সালে প্রদত্ত)

ঈদ খুশীর দিন, কিন্তু তাহাদের জন্য যাহারা খোদাতা'লার আদেশ পুরাপুরি ভাবে পালন করিয়াছে। তোমরা খোদা এবং রসুলের পায়গামকে দেওয়ানার ন্যায় ছড়াইতে থাক, যেন পৃথিবী সত্যকার ঈদ লাভে সমর্থ হয়।

রমজানের মধ্যে তোমরা যে সকল পুণ্য অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছ উহা জারী রাখ এবং খোদাতা'লার জন্য কষ্ট ভোগ করিতে কখনও কাতর হইও না।

সুরাহ ফাতেহা পাঠ করার পর হুজুর বলেনঃ আমি পূর্বেও বিভিন্ন সময় এই বিষয়ের দিকে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি যে, ঈদের মধ্যে সবক (শিক্ষণীয় বিষয়) রহিয়াছে। সেই ব্যক্তি কোন কর্মের নহে, যে শিক্ষার বিষয়ের মধ্য দিয়া পার হইয়া শিক্ষা গ্রহণ করে না। যে ব্যক্তি আনন্দের ঘটনা হইতে শিক্ষা লাভ না করে, আল্লাহ্ তা'লা তাহাকে কষ্টের মধ্য দিয়া শিক্ষা দেন। মোমেন ছোট ছোট বিষয় বস্তু হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। ঈদের মধ্যে অনেকগুলি শিক্ষার বস্তু রহিয়াছে। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমি উহাদের মধ্যে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করিব। তোমরা যদি উহার দ্বারা লাভবান হইতে পার তাহা হইলে এরূপ বিরাট পরিবর্তন দেখা দিবে যে তোমাদের সত্যিকার ঈদ সমুপস্থিত হইবে।

আমি বারবার জানাইয়াছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না মনের আনন্দ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ঈদ হয় না। চিন্তা করিয়া দেখ যে গৃহে দুঃখের মাতম বহিয়া যাইতেছে, সেখানে কি কেহ ঈদ মানাইতে পারে? যে ঘরে লাশ পড়িয়া রহিয়াছে সে ঘরে ঈদ নাই। দুনিয়ার আনন্দ তাহার জন্য আনন্দ নহে। যে স্ত্রীলোক নিজের চক্ষের সম্মুখে স্বীয় স্বামীর লাশ দেখিতেছে তাহার সম্মুখে যদি পৃথিবীর সকল বাদশা মিলিত হইয়া আনন্দ উৎসব করিতে থাকে এবং তাহারা আনন্দের উচ্চ ধ্বনি দ্বারা আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলে তথাপি সেই স্ত্রীলোকের করুণ বিলাপ ধ্বনিকে তাহারা চাপা দিয়া রাখিতে পারিবে না। কারণ তাহার অন্তরে দুঃখ বিরাজমান। অনুরূপ ভাবে যে শিশুর যত্ন লইবার কেহ নাই সে যখন পিতার লাশ সম্মুখে দেখে তখন দুনিয়ার কোন আনন্দই তাহাকে আনন্দ দিতে পারে না। সুতরাং যাহার অন্তরে জখম তাহার নিকট কোন আনন্দই আনন্দ নহে। কোন রাজাধিরাজ, যিনি সহস্র সহস্র পারিষদ দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং সকল সুখ সাচ্ছন্দের সামগ্রী যাহার করায়ত্ত, তাহার মাথার উপর যখন এক মহা বিপদ ভাঙ্গিয়া পড়ে তখন

সমাগত বিপদের বিভীষিকায় তাহার সমস্ত আনন্দ কষ্টে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সেই বিপদ বর্ত্তমান থাকাকালে কোন বস্তুই তাহাকে আনন্দ দিতে পারে না।

মনের খুশীর নাম ঈদ।

যাহার মনে আনন্দ নাই তাহার জন্য ঈদ নাই। আপনারা আজ সকলেই আনন্দিত এবং প্রত্যেকেই বলিতেছেন যে, আজ ঈদ। আমি এখন আপনাদের প্রশ্ন করি যে, গতকাল এবং আজিকার দিনের মধ্যে কি কোন পার্থক্য রহিয়াছে? যেমন দিন কাল ছিল, তেমনি দিন আজও। উভয় দিনের একই অবস্থা। তবে কি আনন্দ এই জন্য যে, অনেকে উত্তম পোষাক পরিয়াছে অথবা উত্তম খাবার প্রস্তুত করিয়াছে? যদি ইহাই হইয়া থাকে তাহা হইলে গতকাল কি নূতন কাপড় পরিতে পারা যাইত না, অথবা ভাল খাবার প্রস্তুত করা ও খাওয়া যাইতে পারিত না? তবে কিসের আনন্দ? ইহা কি এই জন্য যে সকলে একত্রে সমবেত হইয়াছে? কাল কি সকলে একত্রিত হইতে পারিত না? তোমরা কি জান আজ তোমাদের আনন্দের কারণ কি? ইহার কারণ এই যে খোদার তরফ হইতে তোমাদের উপর এক কর্তব্যভার ন্যস্ত করা হইয়াছিল, উহা তোমরা পূরণ করিয়াছ। এই জন্যই তোমরা আনন্দিত। ইহা এমন একটি বিষয় যে, ইহার জন্য তোমরা যে পরিমাণ আনন্দ কর, তাহা তোমাদের জন্য জায়েজ। সুতরাং ঈদ আনন্দ, কিন্তু সেই ব্যক্তির জন্য যে খোদার হুকুম পালন করিয়াছে। তোমাদের উপর রমজানের রোজা রাখার আদেশ ছিল, এক বিশেষ সময় হইতে আর এক বিশেষ সময় পর্যন্ত খাওয়া নিষেধ ছিল, অনুমতি দেওয়া সময় ছাড়া অপর সময়ে তোমাদের জন্য স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ ছিল, আল্লাহ্‌তালা চাহিয়াছিলেন যে, তোমরা তাঁহার নিকট দোয়া কর এবং যথাসম্ভব বেশী এবাদত কর। বিশেষ কারণ ব্যতীত যে ব্যক্তি এই সকল হুকুম পালন করে নাই, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পান-আহার বন্ধ করে নাই, খোদাতা'লার নিকট দোয়া করে নাই, আল্লাহ্‌র এবাদতে সময় দেয় নাই সে কিভাবে আনন্দিত হইতে পারে? তাহার খুশীর কি কারণ হইতে পারে? যে অকারণে আনন্দ করে সে পাগল। এখানে আমাদের খামার বাড়িতে একটি স্ত্রীলোক ছিল। আমি যখন হযরত খলিফা আউয়াল (রাঃ) এর নিকট পড়িতাম এখানে একদিন ঐ স্ত্রী-লোকটি তাঁহার নিকট আসিল। তিনি তখন আমাকে বলিলেন, 'মিয়া আইস আজ তোমাকে একটি বিষয় শিখাইয়া দিব।' তিনি ঐ স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ''তোমার ভাইয়ের কি অবস্থা?'' ঐ স্ত্রীলোকটি হাসিল, এত বেশী হাসিল যে তাহার চক্ষু পানিতে ভরিয়া গেল এবং সে হাসিতে হাসিতে বলিল, ''সে তো মরিয়া গিয়াছে''। আমি তখন বিস্মিত হইলাম যে ইহার মধ্যে হাসিবার কথা কি আছে! পরে তিনি তাহার অপরাপর আত্মীয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। সে একই ভাবে হাসিল এবং বলিল যে, তাহারাও মরিয়া গিয়াছে। হযরত খলিফাতুল মসিহ্ (রাঃ) আমাকে বলিলেন যে, ঐ স্ত্রীলোকটি বাতিকগ্রস্থা, তাহাকে হাসির পাগলামীতে পাইয়াছে। সুতরাং উপলক্ষ বিহীন আনন্দ পাগলামীর লক্ষণ। যে বালক আপন পাঠ্য পড়ে নাই, তাহার উপর যখন পরীক্ষা আসিয়া পড়ে, তখন সে খুশী হয় না। যে ছেলে পড়া করিয়াছে সেই স্কুলে যাওয়া ও পরীক্ষা দেওয়ায় আনন্দ অনুভব করে। কারণ সে জানে যে, সে পড়া শুনাইলে তাহার শিক্ষক সন্তুষ্ট হইবে ও তাহার প্রশংসা করিবে। কিন্তু পড়া না করিয়া যে আনন্দ করে সে পাগল। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তা'লার হুকুম পালন করিয়াছে, তাহার জন্য আজ ঈদ, কিন্তু যে তাহা

করিতে পারে নাই, তাহার জন্য আজ বিষাদের দিন। কারণ আজ হিসাব নিকাশের দিন। আজ সকল মানুষ সমবেত হইয়াছে। প্রত্যেকের পোষাক এবং অবস্থা বলিয়া দিতেছে যে, সে আজ হিসাব দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে এবং আজ হিসাব-নিকাশের দিন। আজিকার অবস্থা হাশরের দৃশ্য সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন কাজ করে নাই এবং হুকুম মানে নাই, তাহার জন্য আজ আনন্দ নয়, তাহার আজ কাঁদিবার দিন। যে ব্যক্তি আদেশ পালন করিয়াছে, তাহারই জন্য আজ সত্যিকার ঈদ এবং তাহার আনন্দই সত্যিকার আনন্দ। স্মরণ রাখিও যে, ঈদের মধ্যে রুহানী উন্নতির উপকরণ রহিয়াছে এবং এতদ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ব্যায়াম করান হয়। যাহারা সারা বছর তাহাজ্জুদের নামাজ পড়িতে পারে নাই, তাহারা অন্ততঃপক্ষে রমজান মাসে নিশ্চয়ই তাহাজ্জুদ নামাজ পড়িয়া থাকে এবং সারা রমজান মাসে তাহাজ্জুদ নামাজ পাঠ, বছরের বাকি সময়ে কষ্টকর বলিয়া তাহাজ্জুদ পড়িতে না পারার ওজরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হইয়া যায়। ঘুম ছাড়িয়া উঠিতে পারে না বলিয়া যাহারা তাহাজ্জুদ নামাজ পরিতে পারে না বলে এবং যাহারা শীতের সুদীর্ঘ ১৪ ঘণ্টা রাত্রি বিছানায় শুইয়া কাটাইয়া দেয় এবং উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে না তাহারা অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া যায়। কারণ তাহারা নিজেদের কাজ দ্বারা অপরাধী হয়। তাহারা যখন গ্রীষ্মের ৮ ঘণ্টার ছোট রাত্রের সারা মাস যাবৎ ঘুম ছাড়িয়া উঠিতে পারে তখন ১৪ ঘণ্টার রাত্রে তাহারা কেন ঘুম ছাড়িয়া উঠিতে পারিবে না। যে ব্যক্তি ৮ঘণ্টার রাত্রে সেহরী খাইবার জন্য উঠিতে পারে এবং তৎসঙ্গে তাহাজ্জুদের নামাজও পড়ে, সে কেমন করিয়া আপত্তি করিতে পারে যে পনর ঘণ্টার রাত্রে সে ঘুম ছাড়িয়া উঠিতে পারে না।

যদি তাহার আপত্তি সত্য হয়, তাহা হইলে সে ৮ ঘণ্টার রাত্রে কেমন করিয়া জাগিয়া উঠে। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌তা'লার নিকট নিজেদের কাজের মাধ্যমে স্বীকৃতি দ্বারা পাপী হইয়া গেলে। তাই আমি তোমাদিগকে বলি যে রমজান এবং ঈদ হইতে তোমরা সবক গ্রহণ কর। এই জন্য আমি গতকাল তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলাম, "পূর্বের রাত্রের ন্যায় আজও রাত্রে উঠিয়া তোমরা তাহাজ্জুদের নামাজ পড়িও এবং দোয়া করিও।" আমাদিগের গুরুজনদের অভ্যাস ইহাই ছিল যে, তাহারা যখনই কোন পুণ্য কাজ করিতেন, তখন তাঁহারা উহার পুনরাবৃত্তি করিতেন যেন উক্ত পুণ্য ক্রিয়ার শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া না যায়। জনসাধারণ ঈদের রাত্রে খুব বেশী করিয়া ঘুমায়, অথচ এই রাত্রে বেশী জাগা প্রয়োজন। হযরত খলিফা আওয়াল (রাঃ)-র অভ্যাস ছিল তিনি যখন সমস্ত কোরআনের তেলাওত শেষ করিতেন, তখন তিনি তেলাওত জারি রাখার জন্য আবার নূতন করিয়া সুরা ফাতেহা পাঠ করিতেন। অনুরূপভাবে যখন রমযান মাস শেষ হইয়া শওয়াল মাস আরম্ভ হইল, তখন আমি চাহিলাম যে রমজানের পর শওয়াল মাসের প্রথম রাত্রেই আবার সকলকে খাড়া করিয়া দিই যেন দ্বিতীয় হিসাব আরম্ভ হইয়া যায় এবং পুণ্য কাজের শৃঙ্খল না ভাঙ্গে। সুতরাং অপনারা রমজান মাসের ৩০ রাত্রের পর শওয়াল মাসের প্রথম রাত্রেও যখন জাগিলেন এবং এই লইয়া ৩১

রাত্রি হইয়া গেল, তখন বাকি ১১ মাস রাত্রে জাগা আপনাদের জন্য কি কারণে কঠিন হইবে? হাঁ, অসুস্থ হইলে পৃথক কথা। তখন নামাজও একত্রে জমা করার অনুমতি আছে। তখন কড়াকড়ির কোন কথা নাই।

যেহেতু তাহাজ্জুদের নামাজ আল্লাহ্‌তা'লার নৈকট্য লাভের অত্যন্ত সহায়ক, তজ্জন্য একদা হযরত রসুল করীম (সাঃ) এক সাহাবীর জন্য বলিয়াছিলেন যে, তিনি খুবই ভাল যদি তিনি রাত্রে উঠেন। সুতরাং পুণ্য কাজের শৃঙ্খলকে চালু রাখ। রমজান মাসে যে কাজ তোমরা আরম্ভ করিয়াছ, ইহাকে বন্ধ করিও না। ইহা আল্লাহ্‌তা'লার বড়ই অনুগ্রহ যে, যেখানে অন্যের নামাজীর সংখ্যা কম সেখানে আমাদিগের মধ্যে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়কারীর সংখ্যা যথেষ্ট। তাহাজ্জুদ খোদাতা'লার ফজল সমূহের মধ্যে অন্যতম। পবিত্র কোরআনে ইহার উল্লেখ আছে।

ان نا شئة ا للیل ھی ا شد و طا
وا قوم قیلا

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই রাত্রে উঠা প্রবৃত্তিকে দমন করিবার উৎকৃষ্ট পন্থা এবং দোয়ার দিক দিয়া অত্যন্ত কার্যকরী।

(সুরা মুজাম্মিল -১ম রুকু)

প্রকৃতপক্ষে তাহাজ্জুদের নামাজ চিত্তশুদ্ধির জন্য উৎকৃষ্ট উপায় এবং ইহা দ্বারা সমস্ত আমল সংশোধিত হয়। মানুষ স্বভাবতঃ সৌন্দর্যের দিকে ধাবমান হয় এবং সুন্দর জিনিসকে সে পছন্দ করিয়া থাকে। যদি জংগলে যাও এবং সেখানে ফুল দেখিতে পাও তাহা হইলে উহা তোমার ভাল লাগিবে এবং তুমি উহার দিকে দৌড়াইয়া যাইবে। অথচ খোদা তোমাদের জন্য হেদায়েতের যে বাগান লাগাইয়াছেন, এবং তোমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য উহাতে ফুল ফুটাইয়াছেন, ইহা কিরূপে সম্ভব যে তোমরা উহার দিকে দৌড়াইয়া যাইবে না। তোমাদের মধ্যে যেহেতু অধিকাংশ লোকে রোজা রাখিয়াছে, উক্ত মাসে অধিকাংশ সময়ে এবাদত করিয়া কাটাইয়াছে, উহার স্বাদ উপভোগ করিয়াছে এবং যে খোদা সকল সুন্দর হইতে অধিকতর সুন্দর এবং সমস্ত সৌন্দর্যের সৃষ্টিকর্তা তাঁহার সান্নিধ্যলাভের চেষ্টা করিয়াছে, অতএব আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি যে, তোমাদের মধ্যে যাহাদের অভ্যাস ছিল না এবং বাকী ১১ মাসের জন্য তাহাজ্জুদ নামাজ পড়িবার নিয়ত করিয়া লইয়াছে, ঘটনাক্রমে যদি কোন সময় উঠিতে না পারে তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু সংকল্প নিশ্চয় করিয়া লও। তাহা হইলে আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদিগকে তাহাজ্জুদ পড়িবার সৌভাগ্য দান করিবেন।

ইহার মধ্যে দ্বিতীয় সবক ইহাই রহিয়াছে যে, অনেক লোক ছোট ছোট কষ্টে ভীত হয়। এই শ্রেণীর লোকও সারা মাস রোজা রাখিয়াছে এবং কষ্ট করিয়াছে। ইহা দ্বারা তাহারা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, তাহারা উপবাস সহ্য করিতে সক্ষম। কঠিন গ্রীষ্মের মধ্যে যখন ক্ষণে ক্ষণে ঠোঁট শুকাইয়া উঠে তখনও তাহারা পিপাসায় কষ্ট সহ্য করিয়াছে। যখন তাহারা গ্রীষ্মের ছোট রাত্রে উঠিতে পারে, তখন শীতের লম্বা রাত্রেও তাহারা নিশ্চই উঠিতে পারিবে। তোমরা এ সকলই করিয়া দেখিয়া লইয়াছ এবং এক

সীমা পর্যন্ত কষ্ট স্বীকার করিবার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। অতএব সবক গ্রহণ করা উচিত এবং দীনের খেদমত অধিকতর উদ্যমের সহিত পালন করা উচিত এবং কষ্ট দেখিয়া ভীত হওয়া উচিত নয় চিন্তা করিয়া দেখ কাজ করিবার সংকল্প করা ও না করার মধ্যে কতখানি প্রভেদ। যেহেতু রমজান মাসে নিয়ত করিয়াছিলে যে, তোমরা দিবাভাগে ক্ষুধা এবং পিপাসা সহ্য করিবে, সেই জন্য ১৫ ঘণ্টার ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করিয়াছ। কিন্তু অন্য সময়ে এই নিয়ত থাকে না। তখন দুই ঘণ্টার জন্য ক্ষুৎপিপাসাও সহ্য করা যায় না। অতএব দেখ নিয়ত এবং সংকল্পের দ্বারা বড় বড় কাজ করা সহজ। অনুরূপ ভাবে তোমার নিয়ত এবং সংকল্পকে দৃঢ় করিয়া লও, "হে খোদা ধর্মের প্রচারের জন্য ত্রুটি করিব না এবং ধর্মের বিষয়ে কোন কষ্টকে কষ্ট বলিয়া খেয়াল করিব না।" হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। কথিত আছে যে, তাঁহার জন্য আগুন জ্বালাইয়া উহার মধ্যে তাঁহাকে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, কিন্তু ঐ আগুন তাঁহার জন্য বাগিচায় পরিণত হয়। অবশ্য কোরআন মজিদে এইরূপ বর্ণনা নাই। কিন্তু ধর্মের জন্য আগুনে পড়া বেহেশ্‌তে প্রবেশ করার বরাবর। ধর্মের জন্য কোন কষ্টই কষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। খোদা-তা'লার জন্য আগুনে পড়া বেহেশ্‌তের মধ্যে দাখিল হওয়ার নামান্তর। খোদাতা'লার জন্য মরা প্রকৃত পক্ষে জীবন লাভ করা। সাহাবা-গণ হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ধর্মের জন্য মৃত্যু বরণ করিলে কি হইবে? তিনি উত্তর দিলেন যে, স্বর্গ লাভ হইবে। ওহদের যুদ্ধের এক পর্যায়ে যখন কোন কোন সাহাবা মাথা নিচু করিয়া বসিয়াছিলেন এবং উহাদের মধ্যে হযরত ওমর (রাঃ)-ও ছিলেন তখন এক সাহাবী—যিনি খেজুর খাইতেছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি এমন করিয়া বসিয়া আছেন কেন?" হযরত ওমর (রাঃ) উত্তর করিলেন "আ-হযরত (সাঃ) শহীদ হইয়া গিয়াছেন।" তখন সেই সাহাবী বলিলেন, "যদি রসুল করীম (সাঃ) শহীদ হইয়া থাকেন তবে আমরা কেন বসিয়া থাকি? চলুন আমরাও তাঁহার পিছনে যাই"। এই বলিয়া খেজুর ফেলিয়া দিয়া যুদ্ধের ময়দানের দিকে ধাবিত হইলেন এবং এমন ভাবে যুদ্ধ করিলেন যে, তিনি শহীদ হইয়া গেলেন। যখন তাঁহার লাশ উদ্ধার করা হইল তখন দেখা গেল যে, উহাতে সত্তরটি জখম রহিয়াছে। সুতরাং যাহারা দীনের খেদমতের নিয়ত এবং সংকল্প করে—মৃত্যু তাহাদের জন্য বাগান স্বরূপ হয়।

এক স্ত্রীলোক, যে নিজের ছেলের স্বাস্থ্য এবং তরবীয়তের উদ্দেশ্যে শীতের রাত্রিতে এইজন্য জাগিয়া থাকে যে, ছেলে যেন প্রস্রাব করিয়া বিছানা ভিজাইয়া না দেয় এবং সেজন্য কষ্ট ভোগ না করে; কিম্বা তাহার দেহকে কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া দেয়, যেন শীত না লাগে। তাহাকে যদি কোন ব্যক্তি উপদেশ দেয়, 'ভদ্র মহিলা! আপনি কেন কষ্ট করিতেছেন আপনি শুইয়া যান, তাহা হইলে এই শুভেচ্ছার উপদেশে সন্তুষ্ট হওয়ার পরিবর্তে সেই স্ত্রীলোক তাহাকে বদ দোয়া দিতে থাকিবে। কারণ স্ত্রী লোকটি তাহার কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনে করেন না। কোন শিক্ষার্থী,

যে শিক্ষার উপকারিতা অবগত এবং রাত্রি জাগে সে রাত্রি-জাগরণের কষ্টকে কোন কষ্ট বলিয়া গণ্য করে না। সেইভাবে খোদার ধর্মের সেবায় কষ্ট বরণ করা; কিম্বা আগুনে পোড়া প্রকৃত পক্ষে কোন কষ্টই নহে। তোমরা ধর্মের সেবার জন্য হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর হাতে শপথ গ্রহণ করিয়াছ যে, ধর্মের মোকাবেলায় দুনিয়াকে গ্রাহ্য করিবে না এবং বিপদে বিভ্রান্ত হইয়া ধর্মকে ছাড়িয়া দিবে না। তোমরা যে পণ করিয়াছ তাহা যদি তোমরা পূরণ কর, তাহা হইলে বড়ই আনন্দের কথা এবং উহা অপেক্ষা আর কোন বড় নেয়ামত হইতে পারে না। তোমাদের সংকল্প হইল আল্লাহ্ তা'লাকে লাভ করিবার জন্য সকল প্রকার কষ্টকে আনন্দের সহিত বরণ করিয়া লওয়া। ইহা কি কখনও হইতে পারে যে, একজন স্ত্রীলোক নিজের সন্তানের আরামের জন্য কষ্ট করিতে পারে; একজন শিক্ষার্থী এক ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য—যাহা দিয়া সে ৩০ বা ৪০ বৎসর পর্যন্ত মাত্র উপকৃত হইতে পারে, কষ্ট বরণ করিতে পারে; অথচ খোদার অনুগ্রহ লাভ করিবার জন্য যত বড় কষ্টই হোক না কেন তোমরা কেন বরদাস্ত করিতে পারিবে না! রমজান মাসে যে কষ্ট হয় উহা পুরস্কারের তুলনায় কতটুকু? রমজানের রোজা রাখার প্রতিফল চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তি। সুতরাং নিশ্চয়ই জানিও খোদার জন্য কষ্ট স্বীকার করা সর্বাপেক্ষা বড় নিয়ামত এবং বড় আরাম। খোদার জন্য উপবাস করা অতি সুস্বাদু আহার্য খাওয়া হইতে ভাল। খোদার জন্য যে ব্যক্তিকে উলঙ্গ রাখা হয়, খোদা তাহাকে উলঙ্গ রাখেন না এবং কোন আত্মীয়ের ভালবাসা খোদার ভালবাসার নিকট কিছুই মূল্য রাখে না। সুতরাং যে ব্যক্তি খোদার জন্য আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করে খোদাতা'লা তাহাকে অতি উচ্চ শ্রেণীর ভালবাসা বা ভালবাসিবার পাত্র দেন। যে ব্যক্তি খোদাতা'লার জন্য দেশত্যাগী হয়, খোদাতা'লা তাহাকে উত্তম আবাস দিয়া থাকেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, তাঁহার এক পুত্র ইসলাম গ্রহণ বিষয়ে পিছনে পড়িয়া যায়। তিনি একবার বলেন, "আমি একদা যুদ্ধের সময় ইচ্ছা করিলে আপনাকে মারিয়া ফেলিতে পারিতাম (কারণ তিনি বিধর্মীদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) মুসলমান ছিলেন।) কিন্তু পিতা বলিয়া আমি আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম।" হযরত আবু বকর (রাঃ) তখন উত্তর দিলেন, "খোদার কছম! আমি তোমাকে দেখিলে নিশ্চয়ই মারিয়া ফেলিতাম।"

যে ব্যক্তি খোদার জন্য স্বীয় আহার বিহার, আত্মীয়-স্বজন, ঘর বাড়ী, সহায়, সম্পত্তি, ধন, দৌলত পরিত্যাগ করে খোদা তাহার কোন জিনিসকে নষ্ট করেন না; পরন্তু সে যাহা কিছু কোরবানী করিয়া থাকে, উহা এক বীজ স্বরূপ হইয়া থাকে। খোদা তাহাকে বহুগুণে বাড়াইয়া তাহার নিকট ফিরাইয়া দেন এবং তাহাকে অন্যতম পুরস্কারে ভূষিত করিয়া দেন।

ছাহাবা (রাঃ) খোদার জন্য কোরবানী করিয়াছিলেন; কিন্তু খোদাতা'লা উহার বিনিময়ে তাঁহাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছিলেন, তাহার তুলনায় তাঁহাদিগের কোরবানী অতি নগণ্য.....।

ছাহাবাগণ যে কোরবানী করিয়াছিলেন তাহা কোন পুরস্কারের প্রত্যাশায় করেন নাই, নেক কাজের মধ্যে এক সুখ স্বাদ রহিয়াছে। যে ব্যক্তি কোন নিমজ্জমান ব্যক্তিকে বাঁচায় সে এই কাজে এত আনন্দ বোধ করে যে, কোন বাদশাহ্ এক দেশ বিজয় করিয়া সে আনন্দ পায় না। কোন সঙ্গীহীন অসহায় ব্যক্তির সাহায্য সর্বাপেক্ষা বড় কাজ। ইহাতে অপার আনন্দ লাভ হয়। সেই ব্যক্তি বড় অসহায় যে খোদাতা'লার নিকট হইতে দূরে পড়িয়াছে। এক বুভুক্ষ ব্যক্তির অবস্থা সেই বাদশাহ অপেক্ষা ভাল যার কোষাগার অর্থে ভরা এবং রাজ্যে মজবুত ভাবে প্রতিষ্ঠিত শাসন অথচ আপন প্রভু হইতে সে দূরে। যদি সে আনন্দ চিত্তে থাকে তাহা হইলে তাহার আনন্দ এক অজ্ঞ বালকের ন্যায়, যাহার মা মরিয়া গিয়াছে অথচ মা অভিমান করিয়াছে মনে করিয়া সে তাহাকে মানাইবার জন্য মুখ থাবড়াইয়া বলিতে থাকে, 'মা তুমি আমার সহিত কথা বল না কেন? তুমি কি আমার সহিত অভিমান করিয়াছ? বস্তুতঃ সেই অজ্ঞ বালক জানে না যে তাহার মায়ের নীরবতা ক্ষণিকের নয়; পরন্তু সে চিরকালের জন্য তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং যাহার যতই ধন-সম্পদ ও ধন-সম্পত্তি থাকুক না কেন সে যদি খোদার নিকট হইতে দূরে চলিয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে সে এক জন-মানব শূন্য জঙ্গলের মধ্যে সাপ লইয়া খেলা করিতেছে যাহার বিষক্রিয়া সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অতএব তোমরা দুনিয়ার আনন্দের দিকে ছুটিয়া যাইও না। ইহা সাময়িক। সংসারী ব্যক্তির ধন, আরাম এবং জ্ঞানের কোন মূল্য নাই, যদি তাহার খোদার সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকে। কিন্তু তোমরা ধনী এবং বাদশাহ্, যেহেতু খোদা তোমাদের সহিত বন্ধুত্ব পাতিয়াছেন। দুনিয়ার ধনে যাহারা ধনী তোমাদের সামনে তাহারা কিছুই নয়। অতএব তোমরা সকল খোদা প্রদত্ত ধন লইয়া বাহির হইয়া যাও এবং সেই সকল লোকের নিকট উপস্থিত হও, যাহারা দুনিয়ার দৃষ্টিতে আমীর বাদশাহ্ ও ধনী; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা বড়ই বেচারী। আজ ঈদের দিন। তোমরা সাদকা এবং খয়রাত করিয়াছ এবং অবস্থানুযায়ী খরচ পত্র করিয়াছ। কিন্তু দুনিয়ার এক বিরাট অংশ ঈদ পালন করিতেছে না। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের ঘরে ঘরে আজ মাতম। তাহারা খোদা হইতে পৃথক এবং খোদা তাহাদের নিকট হইতে পৃথক। তাহারা খোদার আঁচল ছাড়িয়া নিজদিগকে ধ্বংসের কূপে নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহারা যেন সাপ কিংবা বাঘের মুখে চলিয়া গিয়াছে। তোমরা নিজেদের হাত খোদার মামুরের হাতে দিয়া ফেলিয়াছ। সুতরাং আজ তোমাদের ছাড়া আর কাহারও ঈদ নহে। তোমাদের চেয়ে খুশীর ভাগ্য আর কাহাদের হইবে? তোমরা খোদা-তা'লার মামুর এবং প্রেরিত পুরুষের যুগ পাইয়াছ এবং তাঁহাকে গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছ। আনন্দ করিবার অধিকার একমাত্র তোমাদেরই আছে। তোমরা সেই প্রেরিত পুরুষের যুগ পাইয়াছ যাহার অপেক্ষা করিতে করিতে কত জাতি চলিয়া গিয়াছে। যাঁহার আগমনের সংবাদ নবীগণ দিয়াছিলেন, তোমরা তাঁহাকে চিনিয়াছ। অতএব ঈদ একমাত্র তোমাদেরই। ... ...

শৈথিল্যে যথেষ্ট সময় কাটিয়াছে। এখন সময় আসিয়াছে। তোমরা ছোট বড়, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলে মিলিয়া ধর্মের সেবার জন্য প্রস্তুত হও। তোমরা কেহই মূর্খ নও। লেখা পড়া না জানিলেই যে মূর্খ হয় এমন নয়। হযরত মোহাম্মাদ (সঃ) ও

লেখা পড়া জানিতেন না। আল্লাহর সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান নাই সেই মূর্খ। হযরত মসিহ্ (আঃ) কেমন সুন্দর বলিয়াছেন, 'মানুষ রুটী খাইয়া জীবিত থাকে না, পরন্তু আল্লাহ্‌র কালাম দ্বারা জীবন লাভ হয়'। তোমরা দিব্য জ্ঞানের অধিকারী। তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এক ধন লাভ করিয়াছ। তোমাদিগকে এক শক্তি এবং এক অস্ত্র দেওয়া হইয়াছে। যদি তোমরা সেই শক্তি ও অস্ত্র ব্যবহার না কর, তাহা হইলে শত্রু ক্ষতি হইয়া যাইবে এবং অস্ত্র ব্যবহারের অভাবে অযোগ্য হইয়া পড়িবে। ব্যবহারের অভাবে জিনিস নষ্ট হইয়া যায়। হাত সঞ্চালন না করিলে উহা আড়ষ্ট হইয়া যায়। অতএব তোমরা যে রুহানী শক্তি লাভ করিয়াছ তাহা কাজে লাগাও। যদি খোদার রাস্তায় তোমরা ঐ শক্তি ব্যয় না কর এবং অভাবীগণের অভাব মোচন না কর তাহা হইলে এই শক্তি হইতে তোমরা বঞ্চিত হইয়া পড়িবে। সুতরাং সাহস কর এবং আগে বাড়িয়া যাও। পৃথিবীর কোণে কোণে যাইয়া খোদার নামকে ছড়াও। এই পথে তোমাদিগকে যে কোন কোরবানী করিতে হউক না কেন বিচলিত হইও না বা থামিয়া যাইও না। তোমাদিগকে এই পথে যদি আপন প্রিয় হইতে প্রিয়তরজনকে কোরবাণী করিতে হয় তাহাতেও পশ্চাদপদ হইও না। লক্ষ্যকে স্থির রাখিয়া তোমরা দুনিয়া বিলাইয়া দাও। হাদিস শরীফে এ সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, মসিহ্ মাউদ লোকদের নিকট ধন বিতরণ করিবেন; কিন্তু লোকে উহা গ্রহণ করিবে না। মসিহ্ মাউদ (আঃ) তোমাদিগকে কোরআন মজিদের ধনভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন। উহা সমস্ত জগতে বিলইয়া দাও। এখন সমস্ত পৃথিবীর সহিত সখ্যতা করিবার সময় উপস্থিত। বাদশাহ্‌ই হউক বা ভিক্ষুকই হউক সমস্ত লোকই তোমাদের দ্বারে ভিখারী।

প্রকৃত প্রস্তাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সকল ভাইবোন আনন্দ লাভ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আনন্দে পূর্ণতা আসে না। সারা পৃথিবীর মানুষ খৃষ্টান, ইহুদী, হিন্দু ও শিখ যে যাহাই হউক না কেন তাহারা আমাদের ভাই।

যিনি আমাদের সকলের প্রপিতামহ (হযরত ইব্রাহিম *) তিনি আদমের সন্তান। সুতরাং ইহা কিভাবে সহ্য হইতে পারে, যে আমরা খোদাকে লাভ করিয়া বাকি সকলের সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকি। আমি উপদেশ দিতেছি ও দোয়া করিতেছি, যেন আল্লাহ্‌তালা ঐ সকল ধন যাহা তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে তাহা জগদ্বাসীর নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়ার সৌভাগ্য তোমাদিগকে দেন এবং যে সকল শক্তি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে উহার যেন তোমরা যোগ্য ব্যবহার করিতে পার। যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা খোদার ধর্মকে জগতের কোণে কোণে পৌঁছাইয়া দাও ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আরাম গ্রহণ করিও না। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা প্রতিটি মানুষকে খোদাতা'লার সম্মুখে আনিয়া খাড়া করিয়া দাও, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের দায়িত্ব শেষ হয় না।

একটি কাহিনী মনে করিলে আমি সব সময় আনন্দ পাই। একদা তুরস্ক ও গ্রীক দেশবাসীদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। পাহাড়ের উপর অবস্থিত গ্রীকবাসীদের একটি কেল্লা ছিল। উহা এরূপ সুরক্ষিত ছিল যে, ইউরোপবাসীগণের ধারণা ছিল, তুর্কিগণ উহা সহজে অধিকার করিতে পারিবে না। ইতিমধ্যে তাহারা আত্মরক্ষা করিয়া সন্ধির ব্যবস্থা করিয়া ফেলিবে। যদিও তুর্কির জেনারেলগণ প্রায়ই বিশ্বাস ঘাতক হইয়া থাকে তবুও

* অনুবাদক

তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ উচ্চ শ্রেণীরও ছিল। এই শ্রেণীর এক স্বদেশ প্রেমিক তুর্কি কমাণ্ডার তাহার মুষ্টিমেয় সেনাবাহিনীর নিকট কাপুরুষতার প্রতি ঘৃণা উদ্রেককারী এক বক্তৃতা করেন এবং সুনাম লইয়া মরা যে দুর্নাম লইয়া বাঁচা অপেক্ষা শ্রেয় তাহা সাব্যস্ত করেন। ইহার পর তিনি তাঁহার সৈন্যবাহিনী লইয়া শত্রুগণের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ পরিচালনা করেন। যেহেতু তাহাদিগের পথ ছিল নীচ হইতে উপরের দিকে এবং শত্রুগণ মাথার উপরে অবস্থান করিতেছিল সেই জন্য শত্রুগণ সহজেই তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্থ করিতে পারিতেছিল এবং তুর্কিগণ নীচে হইতে তাহাদের বিশেষ ক্ষতি সাধন করিতে পারিতেছিল না। এই কারণে তাহারা অনেকবার আক্রমণ চালাইয়াও উপরে উঠিতে পারিল না। অবশেষে সেই জেনারেল একটি গুলির আঘাত খাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। ইহাতে শত্রুগণ আনন্দ ধ্বনি করিয়া উঠিল। তাহারা মনে করিল তুর্কিগণ এখন পরাজিত হইয়া পলায়ন করিবে। কিন্তু জেনারেলের গুলিবিদ্ধ হওয়া তুর্কিগণের পরাজয়ের কারণ হইল না। পরন্তু ইহাদের বিজয়ের সুচনা করিয়া দিল। যখন জেনারেল মাটিতে পরিয়া গেলেন এবং লোকে তাঁহাকে যুদ্ধের ময়দান হইতে উঠাইয়া অন্যত্র তাঁহাকে ব্যাণ্ডেজাদি করিবার জন্য লইয়া যাইতে চাহিল, তখন তিনি তাঁহার অধীনস্থ কয়েকজন অন্তঃরঙ্গকে বলিলেন, 'খোদার কসম, তোমরা আমার দেহ স্পর্শ করিও না। যদি তোমরা আমাকে ভালবাস এবং আমার এই শেষ সময়ে আমার প্রতি ভালবাসার নিদর্শন দেখাইতে চাও, তাহা হইলে তাহার একমাত্র পন্থা এই যে, ঐ কেল্লার উপর আমার কবর নির্মাণ করিও। যদি ইহা করিতে সক্ষম না হও, তাহা হইলে আমাকে এইখানেই পড়িয়া থাকিতে দাও, যেন কুকুর ও কাকে আমার লাশ খাইয়া ফেলে। জেনারেলের এই কথাগুলি সৈন্য বাহিনীকে উদ্দীপনায় পাগল করিয়া দিল। তাহারা আল্লাহু আকবার ধ্বনি করিয়া শত্রুগণের বিরুদ্ধে এরূপ এক তীব্র আক্রমণ চালাইল যে, তাহারা কেল্লার উপর চড়িয়া উহা অধিকার করিয়া ফেলিল। এই প্রচেষ্টায় তাহাদের পায়ের নখ পর্যন্ত উড়িয়া গেল। তুর্কিগণের দ্বারা গ্রীক জাতির এই কেল্লা দখলের সংবাদ যখন প্রচারিত হইল, তখন ইউরোপ স্তম্ভিত হইয়া গেল।

একটি স্ত্রীলোক সম্বন্ধে অনুরূপ একটি কাহিনী ইংরাজী পাঠ্য পুস্তকের ছাত্ররা পড়িয়া থাকে। একটি বাজপাখী একটি স্ত্রীলোকের ছোট ছেলেকে লইয়া পাহাড়ের দিকে উড়িয়া গেল। স্ত্রীলোকটিও তাহার পিছনে পিছনে চলিল এবং পাহাড়ে উঠিয়া বাজপাখীর বাসায় প্রবেশ করিয়া নিজের ছেলেকে উদ্ধার করিল। নিজের সন্তানকে কিছুক্ষন বুকে ধরিবার পর যখন তাহার আনন্দের উচ্ছাস কাটিয়া গেল, তখন তাহার মনে পড়িল যে, তাহাকে নীচে নামিতে হইবে। কিন্তু সে দেখিল যে পাহাড়ের নীচে নামা তাহার জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। তখন লোকেরা তাহাকে বহু কষ্টে নামাইয়া আনিল। যখন লোকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, সে কি ভাবে পাহাড়ে উঠিয়াছিল, তখন সে উত্তর দিল যে, সে বলিতে পারে না যে সে কিভাবে পাহাড়ে উঠিয়াছিল। সে কেবল এতটুকুই জানে যে, বাজপাখী তাহার সন্তানকে যে দিকে লইয়া যাইতেছিল, সে কেবল তাহার পিছনে পিছনে সেই দিকেই গিয়াছিল। এখন ভাবিয়া দেখ একটি

স্ত্রীলোক তাহার সন্তানের সন্ধানে এমন কাজ করিয়াছে যে, শক্তিশালী পুরুষও তাহা পারে না।

এখন তোমরা আমায় বলিয়া দাও যে, ঐ স্ত্রীলোকটির তাহার সন্তানের জন্য যে ভালবাসা ছিল এবং তুর্কি জেনারেলের প্রতি তাহার অধীনস্থ সৈন্যবাহিনীর যে ভালবাসা ছিল, তাহা অপেক্ষা অধিক ভালবাসা কি খোদার ধর্মের জন্য তোমাদের থাকা উচিৎ নহে?

তোমরা কি দেখ না যে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পবিত্র দেহকে বিরূপ সমালোচনা দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করা হইয়াছে। ইসলাম মৃতের ন্যায়। উহা জখমে জর্জ্জরিত। রূপক ভাবে খোদার দেহকেও জখমে ভরা বলা যাইতে পারে। তোমরা কি এই দৃশ্যকে বরদাস্ত করিতে পার যে, খোদা, তাঁহার রসুল এবং ইসলাম জখমে জর্জ্জরিত হউক এবং তোমরা আরামে বসিয়া থাক? খোদা, তাঁহার রসুল এবং ইসলামের প্রেমে কি তোমাদের পাগল প্রায় হওয়া উচিৎ নয়? অতএব তোমাদিগের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি কর এবং ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর আক্রমণ হান এবং পৃথিবীকে সেই কেন্দ্রে আন যেখান হইতে খোদা, ইসলাম, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এবং মসিহ্ মাউদ (আঃ) প্রশংসার যোগ্য রূপে দৃষ্টিগোচর হয়। আল্লাহ্‌তা'লা সকল প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি হইতে মুক্ত ও পবিত্র; কিন্তু তাঁহার উপর রঙ বেরঙের কালিমার প্রলেপ মাখান হইয়াছে। তোমরা সকল কালিমার প্রলেপ অপসারিত করিয়া দাও এবং এই প্রতিজ্ঞা লইয়া দণ্ডায়মান হও যে, সকল মানুষকে এক ধর্মে জমা করিয়া দিবে এবং সকল গরীব, অভাবী এবং নিমজ্জমান ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবে এবং এই পথে তোমরা নিজেদের সব আরাম এবং সুখকে বিসর্জ্জন দিবে। এখন আমি খোদাতা'লার নিকট দোয়া করিতেছি, তিনি যেন তোমাদিগকে এ কাজে সফলতা দেন।

(হযরত সাহেব দ্বিতীয়বার খাড়া হইয়া বলেন)।

আমি পূর্বেও বলিয়াছি এবং আবার বলিতেছি যে, স্মরণ রাখিও, দোয়া কবুল হওয়ার জন্য কতকগুলি শর্ত আছে এবং কতকগুলি উপকরণ আছে। উহার মধ্যে আল্লাহ্‌তা'লার গুণগান, সুরা ফাতেহা পাঠ এবং হযরত নবী করীম (সাঃ) এর উপর দরুদ পড়া অন্যতম। আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি যে, দোয়া করিবার পূর্বে তোমরা মনে মনে সুরা ফাতেহা এবং দরুদ পড়িবে। এই ব্যবস্থায় যে দোয়া করিবে আল্লাহ্‌তা'লা তাহা কবুল করিবেন। ইহার সহিত কাজ করার সঙ্কল্প ও ইচ্ছা সংযুক্ত হওয়া চাই। নচেৎ তোমাদিগের দোয়া মৌখিক হইবে। উহা খোদার আরশ পর্যন্ত পৌঁছিবে না। যে দোয়ার সহিত সঙ্কল্প ও ইচ্ছা সংযুক্ত থাকে, উহা খোদাতা'লার ফজলকে আকর্ষণ করিয়া আনে।

(ইহার পর হযরত সাহেব দোয়া করেন এবং দোয়ার পর খাড়া হইয়া বলেন)—

আরও একটি কথা আছে। এখন রমজান খতম হইয়াছে। হযরত রসুল (সাঃ)-এর নিয়ম ছিল যে, তিনি শওয়ালের চাঁদে ৬টি রোজা রাখিতেন। এই নিয়মকে আমাদিগের জামাতের মধ্যে জিন্দা করা ফরজ।

[দৈনিক আল-ফজল

১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪ ইসাব্দ]

অনুবাদঃ মৌলবী মোহাম্মাদ

মাহে রমজান

সরফরাজ এ সাত্তার

জান্নাতের দ্বার খুলে দিয়ে রোজার শুভসংবাদ বহন করে বর্ষ ঘুরে ধরার বুকে আবার নেমে এসেছে মাহে রমজান। বিশ্বাসী মোমেনগণ তারি অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে আছে, তার মনের বাসনা এই সুযোগে সে পরম পিতার নিকট প্রাণের আকুল প্রার্থনা জ্ঞাপন করে পাপ তাপ দগ্ধ জীবনে শান্তি লাভ করবে। রমজানের রোজা প্রসঙ্গে পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরান মজিদে বলেনঃ "হে মোমেনগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর যেমন রোজা বিধিবদ্ধ হয়েছিল, তোমাদের উপর ও সেইরূপ বিধিবদ্ধ হল। যাতে তোমরা পাপ থেকে আত্মরক্ষা করতে পার।" (সুরা বকর) উল্লিখিত আয়াত থেকে প্রতিয়মান হয় যে, এই রোজার উপাসনা কোন এক নূতন বিধান নহে। আদি কাল থেকেই প্রত্যেক জাতির মধ্যে নুন্যাধিক এই উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

কিন্তু অন্যান্য ধর্মের রোজা ও ইসলামের রোজার মধ্যে বিশেষ তারতম্য রয়েছে। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে কেবল বিপদ আপদ ও শোক দুঃখের জন্যই রোজা বা উপবাস পদ্ধতি অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইসলামের রোজা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ উন্নতির জন্য নির্ধারিত হয়েছে। "যাতে তোমরা আত্মশুদ্ধি লাভ করতে পার।" ইসলামের রোজা কেবল পানাহার পরিত্যাগ জনিত দৈহিক কষ্ট ভোগ করা নহে। যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার নির্দেশ পালন করার নিমিত্ত বৈধ পানাহার পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারে, নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি মিথ্যা অবৈধ কার্য্য কলাপ থেকেও আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। রোজার প্রভাবে বৈধ পানাহার পরিত্যাগ করতে অভ্যস্থ হয়ে আত্মসংযম লাভের অধিকারী হয় এবং অন্তরাত্মার চরমোৎকর্ষ লাভ ঘটে। মানুষ যদি এবাদত বন্দেগীর বলে শক্তিশালী হয়ে কুপ্রবৃত্তিগুলির সাথে যুদ্ধে জয়ী হতে পারে, তখন তারা ফেরেশতার চাইতে ও উন্নত মার্গে পৌঁছতে সক্ষম হয়। কিন্তু যদি কাম, ক্রোধ, লোভ, লালসার বশবর্তী হয়ে যায়, তখন সৃষ্টির সেরা সেই মানুষই আবার পশুর স্তরে নেমে আসে। ইসলামের রোজার প্রধান উদ্দেশ্য মানুষের ভিতর যে, অবাধ্য কুপ্রবৃত্তি আছে সেগুলিকে সুপ্রবৃত্তির অধীনে পরিচালিত করে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করা। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে খেয়ে পরে বাঁচতে হয়, এবং এই খাওয়া পরার জন্য চেষ্টা সাধনা নিয়ত সংগ্রাম করা মানুষের অপরিহার্য্য কর্তব্য। কিন্তু ক্ষুধা পেলে আহার করা এবং রাগ হলে অন্যকে আক্রমণ করার জ্ঞান চতুষ্পদ জন্তুদেরও আছে, ইহা দ্বারা মানুষ কখনও সৃষ্টির সেরা জীব বলে প্রমাণিত হয় না। মানুষের কর্তব্য পৃথিবীতে শুধু বেঁচে থাকার নিমিত্ত তার ভিতরে যে পশু সুলভ শক্তিগুলি আছে সেগুলিকে সুপ্রবৃত্তির অধীন রেখে খাওয়া পরার জন্য সংগ্রাম করা এবং আপন স্রষ্টার পরিচয় লাভ করা, তাঁর সহিত সংযোগ স্থাপন করা। ইসলামে রোজার প্রভাবে মানুষ তার মধ্যে যে কাম ক্রোধ, লোভ, লালসা ইত্যাদি রিপুগুলি আছে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম হয়। হজরত রসুল করিম (সাঃ) বলেছেনঃ—"রোজা আমার উম্মতের আকতা স্বরূপ। যে ব্যক্তি বিবাহ করতে অক্ষম, তাকে রোজা রাখতে দাও। নিশ্চয়ই ইহা তার কুপ্রবৃত্তি বিনাশক।" মানুষ প্রবৃত্তির দাস। সে তার প্রবৃত্তিগুলিকে যে ছাঁচে ঢালবে, তারই আকার ধারণ করবে। রসুল

করিম (সাঃ) বলেছেন ঃ--"রোজা রেখে যে ব্যক্তি কুবাক্য ও কুকর্ম পরিত্যাগ করে না, সে পানাহার পরিত্যাগ করলেও আল্লাহতায়ালা তার কোন পরওয়া রাখেন না।" রোজা সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ— "রোজা নির্দ্দিষ্ট কতিপয় দিবসের জন্য। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ পীড়াগ্রস্থ বা প্রবাসী হলে সে অন্য সময় নির্ধারিত দিবসের জন্য রোজা রাখবে, এবং (পীড়িত ও প্রবাসীদের মধ্যে) যাদের ক্ষমতা আছে, তারা প্রত্যেক রোজার বদলা স্বরূপ এক একজন দরিদ্রকে অন্নদান করবে। পরন্তু, যে ব্যক্তি স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে সৎকর্ম করে তার পক্ষে উহা অধিক মঙ্গলকর। এবং তোমরা যদি জ্ঞানী হও, তোমরা বুঝবে রোজা রাখাই ভাল। রমজান মাসেই কোরান অবতীর্ণ হয়েছিল। (এই কোরান) মানবের পথ প্রদর্শক, উপদেশ ও (সত্য হতে মিথ্যার) বিভিন্নতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সুতরাং তোমাদের যে কেহ রমজান মাস পাবে, তোমরা তখন রোজা রাখ। রুগ্ন বা প্রবাসী হলে অন্য সময় রোজা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য যা আয়াস সাধ্য তাই কামনা করেন। যা কষ্ট সাধ্য তা ইচ্ছা করেন না। তিনি ইচ্ছা করেন যে, তোমরা (রোজার) সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি যে তোমাদিগকে পথ প্রদর্শন করেছেন, তজ্জন্য তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর, এবং কৃতজ্ঞ হও। রোজার রজনীতে তোমাদের স্ত্রী-সহবাস বৈধ। নারীগণ তোমাদের পরিচ্ছদ স্বরূপ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ সদৃশ। প্রত্যুষে রজনীর কৃষ্ণ রেখা দিবসের শুভ্র রেখা হতে প্রভেদ না হওয়া পর্যন্ত পানাহার কর। তৎপর আবার রাত্রি না আসা পর্যন্ত রোজা পূর্ণ কর। মসজিদে এতেকাফ করার সময় (রাত্রেও) স্ত্রী সহবাস করোনা। মানবগণ যাতে পাপ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, সেজন্য আল্লাহ এই রূপে তাঁর বিধি তাহাদিগকে পরিজ্ঞাত করলেন"।

উপরোক্ত বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালা বলেন "তোমাদের জন্য যা আয়াস সাধ্য, তিনি তাই কামনা করেন" আসল কথা সৎ ও সাধু জীবন গঠন করাই রোজার মুখ্য উদ্দেশ্য। রোজার মাসে প্রচলিত ফরজ নামাজ ছাড়াও তারাবি ও তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার প্রথা আছে। রসুল করিম (সাঃ) রমজানের শেষ দশদিন এতেকাফ অর্থাৎ মসজিদে অতিবাহিত করতেন। এ সময় কোরান পাঠ দোয়া দরুদ প্রভৃতি উপাসনায় লিপ্ত থেকে আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য লাভ করতে হয়। লাইলাতুল কদর নামে যে এক সম্মানিত রজনী সম্বন্ধে কোরান মজিদে উল্লেখ রয়েছে, যার পূণ্য সহস্র রজনী অপেক্ষা অধিক, সেই পবিত্র রজনীও রমজান মাসেরই শেষ দশ রাত্রির মধ্যে কোন এক রাত্রিতে সংঘটিত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ"রোজা আমারই জন্য এবং আমিই ইহার পুরস্কার প্রদান করব" রমজান মাসে দয়াময় আল্লাহ তায়ালা তাঁর অনুগ্রহের দ্বার খুলে দেন। যে কেহ শুদ্ধচিত্তে তাঁর দ্বারে লুটিয়ে পরে, দয়াময়ের কৃপাহস্ত তারই জন্য প্রসারিত হয়। রোজা মানব মণ্ডলীর সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে দৃঢ় করে। রমজানের শেষে ঈদগাহে সমবেত হয়ে নামাজ আদায় করা এবং নামাজান্তে পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করার দৃশ্য দেখলে ইসলাম ধর্মের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব কত গভীর, তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। সারা রমজানের কায় ক্লেশ মধুর প্রেমালিঙ্গনে তৃণ খণ্ডের ন্যায় সাগর স্রোতে ভেসে যায়। মনে হয় বাস্তবিক আজ স্বর্গের দ্বার উদঘাটিত।

মহাযুদ্ধের বিভীষিকা

মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

"পৃথিবীতে মানব রক্তপাতের ইতিহাস বড়ই দীর্ঘ এবং করুণ! বহু প্রাচীন কাল থেকে একদল লোক অন্য দলের উপর অত্যাচার করেছে, কখনও গণহত্যা চালিয়েছে, কখনও শহর বন্দর বিধ্বস্ত করেছে, আবার কখনও বিভীষিকার দাবানল সৃষ্টি করেছে! মৃত্যুর নীল ধ্বজা উড়িয়ে দলে দলে ধ্বংসকারী বাহিনী নতুন নতুন বিজয়ের জন্য বের হয়েছে .....অতীতে যেমন এসব রক্তক্ষয়ী ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, এখনও ঘটছে! অতীতের কলঙ্কময় ঘটনাগুলোর প্রতি যখন আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করি এবং সেই সংগে বর্তমান জগতের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করি, তখন যে চিত্র আমাদের দৃষ্টিপথে ভেসে উঠে তা আমাদের হৃদয়ে কাঁটার ন্যায় বিঁধতে থাকে। হায়রে পৃথিবীর অর্বাচীন মানুষ—তোমরা আগেও অত্যাচারী ছিলে, এখনও অত্যাচারী রয়েছ! তোমাদের ইতিহাসের পাতাগুলো রক্তপাতের করুণ কাহিনীতে আগেও সিক্ত ছিল, আজও বহুগুণে বর্ধিত হয়ে নিত্য নতুন করুণ অধ্যায় সংযোজিত হচ্ছে!"

ভয়াবহ সামরিক প্রস্তুতি ঃ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের বিশ্বগ্রাসী আকাঙ্খা তথা "Today Germany, tomorrow the world." এই নীতির জন্য পৃথিবীকে এক চরম মূল্য দিতে হয়েছে। এই মহাযুদ্ধের ফলে লক্ষ লক্ষ নর-নারীর শুধু প্রাণনাশই হয় নাই অথবা শুধু ধন সম্পদেরই ক্ষতি হয় নাই, সেই সংগে মানসিক, সামাজিক তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে কল্পনাতীত সমস্যা জটিলতম রূপ পরিগ্রহ করেছে। বিশ্ব-রাজনীতি এবং কুটনীতির ক্ষেত্রেও মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই মহাযুদ্ধ একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করেছে যে, "শুধু বস্তুবাদী" জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষকে কেবলমাত্র উন্নতির পথেই পরিচালিত করেনি, দুর্নিবার আত্ম-বিধ্বংসী পথও সৃষ্টি করেছে। প্রবল মহাবিধ্বংসী শক্তির যে নমুনা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাট্যায়িত হয়েছে ভবিষ্যতের তৃতীয় মহাযুদ্ধে কি সহস্রাধিক পরিমাণে অধিকতর ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠিত হবে না? আজও কি আমরা অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে লক্ষ্য করছি না, কি ভাবে পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক এবং সামরকি প্রভাব বিস্তারের জন্য বিশেষ করে বৃহৎশক্তি রাষ্ট্রগুলো এক আত্মঘাতী প্রতিযোগীতায় উঠে পড়ে লেগেছে? কোন কোন বৃহৎশক্তি রাষ্ট্র তাদের "Sphere of influence" বা "প্রভাব পরিসীমাকে" বাড়ানোর জন্য কুটনৈতিক চাল, অর্থনৈতিক চাপ, সামরিক দমননীতি, ইত্যাদি কলা-কৌশল প্রয়োগ করছে। ভাবী-মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীব্যাপী সামরিক প্রস্তুতির (World Military Strategy) জন্য ভাবী-শত্রু রাষ্ট্রের নিকটবর্তী দেশ সমূহে যে কোন মূল্যে রাজনৈতিক প্রভাব অক্ষুন্ন রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এ ছাড়াও আরও কতকগুলো ষ্ট্রাটেজিক বিষয়ে তীব্রতম প্রতিযোগীতা চলছে, যেমন ঃ (১) ভাবী শত্রুপক্ষের আশে-পাশে সমুদ্র ও আকাশের

ভাবীযুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে নৌ ও বিমান ঘাঁটি নির্মিত হচ্ছে; (২) মহাসমুদ্রগুলোতে পারমাণবিক অস্ত্র-সজ্জিত রণপোতগুলোকে অতন্দ্র প্রহরায় নিযুক্ত রাখা হয়েছে; (৩) প্রধান প্রধান শহর এবং উপকূলীয় অঞ্চলে শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে নিরাপত্তার জন্য এবং আক্রমণের জন্য পারমাণবিক অস্ত্র-সজ্জিত দূরক্ষেপনাস্ত্র (ICBM) এবং প্রতিরোধকারী ক্ষেপনাস্ত্র (Anti-Ballistic Missile) সদা প্রস্তুত রাখা হয়েছে; (৪) বিজ্ঞানের সাধনার একটা বৃহৎ অংশকে যুদ্ধ এবং যুদ্ধ-প্রস্তুতির জন্য নিয়োজিত রাখা হচ্ছে এই উদ্দেশ্যে যে, কৌশলগত দিক দিয়ে শত্রুরাষ্ট্রের চাইতে যেন সর্বদাই উন্নততর পর্যায়ে থাকা যায়।

অর্থব্যয় ঃ

বর্তমান বিশ্বে প্রতি বছর যে পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র নির্মিত হচ্ছে তার সংখ্যাতথ্য থেকেও আমরা অনুমান করতে পারবো যে, বর্তমান সভ্যতা প্রগতির দাম্ভিকতা সত্বেও কোন্ ধ্বংসাত্মক পরিণতির দিকে মানব জাতিকে নিয়ে যাচ্ছে! ষ্টকহলম 'Institute of Peace' থেকে প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী বর্ত্তমান বিশ্বে গড়ে প্রতি বছর ২০ হাজার কোটী ডলারের যুদ্ধাস্ত্রের বেচাকেনা চলছে! এই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, কোন কোন বৃহৎশক্তি রাষ্ট্রের যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ এবং ব্যবসার ক্রমবর্ধমান উর্ধগতির মূলে রয়েছে তাদের নিজ নিজ প্রভাব পরিসীমাকে (Sphere of influence) নির্দিষ্ট পর্য্যায়ে সংরক্ষণ করা অথবা প্রসারিত করা। এ প্রসংগে আরও লক্ষ্যণীয় যে, সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর জনস্বাস্থ্য খাতে যে অর্থ ব্যয় করা হয় তাহা যুদ্ধাস্ত্রের মূল্যের প্রায় অর্ধেকের সমান! অর্থাৎ মানুষের জীবন রক্ষার প্রয়োজনের চাইতে যেন জীবন-ধ্বংসের আয়োজনের গুরুত্বই অধিকতর!

মারণাস্ত্রের পরিমাণ :

বৃহৎ-শক্তি রাষ্ট্রগুলোর কাছে যে সব আধুনিক মারণাস্ত্র রয়েছে তার পরিমাণ, প্রচণ্ডতা এবং ভয়াবহতা সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা নাই বল্লেই চলে। 'International Institute of Strategic Studies' কর্তৃক প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী দুটি বৃহৎ-শক্তি রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে যথাক্রমে ৯৪৫ এবং ১৫১০টি পারমাণবিক বোমা সজ্জিত আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপনাস্ত্র (I C B M), ৩৫০ এবং ৭০০টি পারমাণবিক শক্তি চালিত সাবমেরিন দ্বারা নিক্ষেপনযোগ্য ক্ষেপনাস্ত্র (S L B M) ১০০টি M I R V সম্বলিত আন্তমহাদেশীয় ক্ষেপনাস্ত্র এবং ৯০টি ডিজেল চালিত S L B M-রহিয়াছে। এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, সাধারণতঃ তিন প্রকারের আক্রমণাত্মক সামরিক প্রস্তুতির ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, ভারী বোমারু বিমান যেগুলো যুদ্ধের সময় মনুষ্য পরিচালিত হয়ে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের কাজে ব্যবহার করা হবে। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন ক্ষেপনাস্ত্র যেমন (ICBM) যা বহুদূর থেকে পূর্ব-নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর (বিশেষতঃ প্রধান শহর, সৈন্য শিবির, অস্ত্র-নির্মাণ কেন্দ্র, শিল্প এলাকা ইত্যাদি) উপর পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করা হবে। এই সকল ক্ষেপনাস্ত্রের মধ্যে মারাত্মক এবং সর্বাধুনিক হইল MIRV এবং FOBS যেগুলির দ্বারা একই সময়ে বিভিন্ন শহর বা লক্ষ্যবস্তুর উপর পর পর অ্যাটম বোমা বা হাইড্রোজেন বোমা পড়তে থাকবে। তৃতীয়তঃ, সাবমেরিন দ্বারা নিক্ষেপনযোগ্য ব্যালিষ্টিক মিসাইলগুলো আংশিক ভাবে মনুষ্য পরিচালিত এবং আংশিক ভাবে সীমিত গতিবিধি সম্পন্ন; কারণ এগুলো শুধু সমুদ্রে ঘোরা ফেরা করতে পারে। (ইংরাজী সংক্ষিপ্ত শব্দগুলির অর্থ এই প্রবন্ধের শেষে দ্রষ্টব্য)।

ভয়াবহতার দৃষ্টান্ত :

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এই বিশাল সামরিক প্রস্তুতির ভয়াবহতার অতি সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। যদি ১০০ টি ২৫-মেগাটন বোমা ৭০ কোটী অধিবাসীপূর্ণ লোকালয়ে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে বিস্ফোরক দ্রব্যের মোট পরিমাণ দাঁড়াবে ২৫০ কোটী টন TNT অর্থাৎ প্রত্যেক লোকের ভাগে ১½ টন করে বিস্ফোরক দ্রব্য পড়বে ! এইরূপ শত শত ২৫-মেগাটন অ্যাটম বোমা বৃহৎশক্তি রাষ্ট্রগুলোর কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে। একটা ২৫-মেগাটন বোমার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার কথাই একবার ভেবে দেখা যাক। একটি ২৫-মেগাটন অ্যাটম বোমা জাপানের হিরোসীমায় নিক্ষেপিত বোমার চাইতে ১২৫০ গুণ অধিকতর ধ্বংসাত্মক শক্তিসম্পন্ন ! জাপানের নাগাসাকি এবং হিরোসীমায় যে দুটো পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করা হয় তার ফলে তিন লক্ষাধিক লোকের প্রাণ হানি হয়, অসংখ্য ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হয় এবং এখন পর্য্যন্ত বহু লোক তেজস্ক্রিয়তার জন্য নানা প্রকার দুরারোগ্য ব্যধিতে ভুগছে। একটি ২৫-মেগাটন শক্তিসম্পন্ন অ্যাটম বোমা কোন স্থানে নিক্ষেপিত হলে যে Blast wave বা প্রচণ্ড বায়ু তরঙ্গের সৃষ্টি হবে তার ফলে প্রায় ২৫০ বর্গমাইল এলাকার সমস্ত ঘরবাড়ী বিধবস্ত হয়ে যাবে এবং লোকসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ সংগে সংগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই সঙ্গে বোমা বিস্ফোরণের ফলে যে অতিকায় অগ্নি-বলয় বা Fire ball-এর সৃষ্টি হবে তাতে ধূলিকণা মিশ্রিত হয়ে বহু উপরে নিক্ষিপ্ত হবে। অগ্নি-বলয়ের অন্তর্নিহিত ধূলিকণার সহিত তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়ম (Radioactive uranium) কণা মিশ্রিত হয়ে Radioactive fall out বা "তেজস্ক্রিয় ধূলি-ঝড়রূপে" চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকবে। উল্লিখিত অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণের জন্য যে তেজস্ক্রিয় ধূলি-ঝড়ের সৃষ্টি হবে তার ফলে ১৫ হাজার বর্গমাইল জায়গা মারাত্মক তেজস্ক্রিয় বস্তুকণার আস্তরণ দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যাবে। কোন কোন স্থানে এই আস্তরন এত গাঢ় হবে যে মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই যে কোন প্রাণীর জন্য মৃত্যু হবে অবধারিত। সেই সংগে বায়ু প্রবাহের ফলে "Fall-out" এর ব্যাপকতা দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়বে এবং অগণিত মানুষ, পশু-পাখী এবং অন্যান্য প্রাণী মৃত্যুমুখে পতিত হবে। মুষ্টিমেয় রক্ষাপ্রাপ্ত প্রাণীর মধ্যে এক অশ্রুতপূর্ব সন্ত্রাসের সৃষ্টি হবে, মারাত্মক ব্যাধি এবং যন্ত্রণাদায়ক পরিণতির ফলে এক অশ্রুতপূর্ব মৃত্যুযজ্ঞের অবতারনা হবে। এই শোচণীয় পরিনতির জের দুই চারি বছরে শেষ হয়ে যাবে না বরং কয়েক যুগ ধরে চলতে থাকবে। পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে "ষ্ট্রন্‌শিয়াম-৯০" নামক একটি তেজস্ক্রিয় উপাদানের সৃষ্টি হবে যা Fall-out এর দ্বারা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। এই তেজস্ক্রিয় উপদানটির তেজস্ক্রিয় ক্ষমতার অর্ধেক বিনষ্ট হতে সময় লাগে ২৮ বছর এবং পরবর্তী এক চতুর্থাংশ বিনষ্ট হবে আরও ২৮ বছরে। অর্থাৎ আজ থেকে ৫৬ বছর পরও এক-চতুর্শাংশ পরিমাণ ধূলিমিশ্রিত তেজস্ক্রিয় ষ্ট্রনশিয়াম আক্রান্ত এলাকায় ভূপৃষ্ঠে থেকে যাবে। এই উপাদানটির রাসায়নিক ধর্ম ক্যালশিয়াম নামক উপাদানের ন্যায়। ফলে শরীরের যে সব জায়গায় ক্যালসিয়ম সংগৃহীত হয়, সেই সকল স্থানে তেজস্ক্রিয় ষ্ট্রনশিয়ম ভূমি থেকে উৎপন্ন ফসলাদি এবং অন্যান্য মাধ্যমের মধ্য দিয়া মানব দেহে সংগৃহীত হতে থাকবে। এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়ারূপে দেখা দিবে অস্থি ক্যানসার, টিউমার ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধি। সুতরাং এভাবে বহুকাল যাবত ভূপৃষ্ঠে মানুষের জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়বে।

আসন্ন মহাধ্বংসের কারণঃ

এ কথা আজ অনস্বীকার্য যে জলে, স্থলে এবং অন্তরীক্ষে সামরিক শক্তিবৃদ্ধির জন্য সকল বৃহৎ-শক্তিই এক

মারাত্মক প্রতিযোগিতায় মাতাল হয়ে উঠেছে। যে ভাবে এই প্রতিযোগিতা দিনের পর দিন তীব্রতর হয়ে উঠছে, যে ভাবে সামরিক খাতে অঢেল অর্থ, সম্পদ ব্যয় করা হচ্ছে, যে ভাবে অত্যাধুনিক বিজ্ঞান এবং শিল্পশক্তিকে মারণাস্ত্র আবিষ্কার এবং নির্মাণের কাজে নিয়োজিত রাখা হয়েছে, যে ভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রগত আদর্শের সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছে, যেভাবে পৃথিবীব্যাপী শক্তিজোট সৃষ্টির কুটনীতি নতুন নতুন সমস্যা এবং "বিস্ফোরক কেন্দ্র" সৃষ্টি করে চলছে, তাতে আর কতদিন সেই মহাসংঘর্ষের, সেই মহা-বিভীষিকাময় মহাযুদ্ধকে কাল্পনিক বলে আখ্যা দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকা যেতে পারে? একদিকে যেমন জ্ঞান বিজ্ঞানের অতন্দ্র সাধনার ফলে উদ্ঘাটিত হচ্ছে প্রকৃতির অসংখ্য অজানা তত্ত্ব ও তথ্যের, আবিস্কৃত হচ্ছে মহাবিস্ময়কর পারমাণবিক শক্তি আর মহাশূন্যযাত্রার অপূর্ব কলাকৌশল, তেমনি অন্যদিকে এত-সব আবিস্কার হওয়া সত্ত্বেও মৌলিক সমস্যা গুলো কোন অংশে কমে নাই, বরং বেড়েই চলেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি বর্তমান কালে যে পরিমাণ শক্তিকে মানুষের করায়ত্ত করতে সমর্থ করেছে সেই তুলনায় এই শক্তিকে যথার্থ ভাবে নিয়োজিত করে শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য যথোপযুক্ত মানসিকতা এবং আদর্শের বিকাশ এখনও হয় নাই। বিজ্ঞানের অপূর্ব অগ্রগতি এবং মানবিকতা ও আদর্শের বিকাশের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান ক্রমশঃই প্রকটতর হয়ে উঠছে, তার ফলে অনিচ্ছাকৃত ভাবে সমস্ত মানব-গোষ্ঠি এক মারাত্মক পরিনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই বিজ্ঞান এবং শিল্পজ্ঞান মানুষের জীবনকে সুখী ও সহজতর করার সকল প্রচেষ্টার সংগে ধ্বংসের অনিবার্য্য স্রোতকে রোধকরতে পারে নাই, বরং ধ্বংসের সীমারেখাকে পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত করে দিয়েছে। অবশ্যই এই অবস্থার জন্য বিজ্ঞান দায়ী নয়, দায়ী আমাদের মানসিকতা। ফলে আমরা প্রথম এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দেখেছি আদর্শহীন জ্ঞানের সাধনা কত মারাত্মক শক্তিতে অপরাপর মানুষের ধ্বংসের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। আসন্ন আর একটি মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে প্রদত্ত লণ্ডন বক্তৃতায় সারা পৃথিবীর মানুষকে সতর্ক করে বলেছেনঃ "হযরত মসীহ মাউদ (আঃ) ভবিষদ্বাণী করিয়াছেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আরও ব্যপকতর আকারে এক তৃতীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইবে। দুইটি বিরুদ্ধ দল এমনভাবে সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়া পড়িবে যে, প্রত্যেকেই হতভম্ব হইয়া যাইবে, মৃত্যু এবং ধ্বংসের বর্ষণ হইবে, এবং ভীষণ দাবাগ্নি জগতকে বেষ্টন করিয়া ফেলিবে।"

বর্তমান কালের মত অতীতে মানসিকতার উন্নয়ন এবং উৎকৃষ্টতম আদর্শের বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা এত করুণভাবে অনুভূত হয় নাই। কারণ, বর্তমান সভ্যতার অগ্রগতি এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা, আমাদেরকে এমন একটা যুগ সন্ধিক্ষণের সম্মুখে নিয়ে এসেছে যে, অদূর ভবিষ্যতে হয় আমরা এক মহাধ্বংসের ইন্ধনে পরিণত হতে চলেছি, নয় তো এই মহা-বিধ্বংসী শক্তিকেই, শান্তি ও গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করে এই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের প্রতিফলন হতে চলেছে। পৃথিবীব্যাপী আজ সার্বিক শান্তি ও কল্যাণকে নিশ্চিত করার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন দৃষ্টভঙ্গির আমুল পরিবর্তন এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ঐশী নির্দেশণের অনুশীলন। যদি আমরা নিজেদের মঙ্গল নিজেরাই কামনা না করি তা হলে আল্লাহ আমাদের জন্য কোন পরোয়া করবেন না" (আল-কোরআন)। কারণ আল্লাহ্ যেমন অপার করুণাময় তেমনি শাস্তি প্রদানেও অত্যন্ত কঠোর।

যদি আমরা অতি দ্রুত নিজেদের জীবন যাত্রাকে সংশোধিত না করি এবং ঐশী-নির্দেশীত পথে না চলি, তাহলে আমরা পছন্দ করি আর না করি অদূর ভবিষ্যতে এক রক্তক্ষয়ী মহাসমরের উন্মাদনা অট্টহাসিতে ছুটে আসছে মোহাচ্ছন্ন মানব জাতির দিকেই। আল্লাহর রসুল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মতের জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ এবং ইমাম মাহদী (আঃ) কে না মানার জন্যেই পৃথিবীব্যাপী অশান্তি, অরাজকতা এবং বিশৃংখলার ঝড় উঠেছে যা অচিরেই এক মহা-প্রলয়-সদৃশ্য মহাসমরের রূপ পরিগ্রহ করবে। "আল্লাহ সাবধান কারী না পাঠিয়ে আযাব প্রেরণ করেন না" (আল-কোরআন)। আমাদের শেষ কথা হলোঃ "হে বংশীবাদক তোমার বাঁশী তুমি বাজিয়ে যাও, যার কাণ আছে সে শুনবে, যার হৃদয় আছে সে বুঝবেই বুঝবে"। সব প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক।

ICBM—Intercontinental Ballistic Missiles (আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র)।

SLBM—Submarine Launched Ballistic Missiles (সাবমেরিন দ্বারা নিক্ষেপনযোগ্য ক্ষেপনাস্ত্র)।

MIRV—Multiple Independently Targetted Re-entry Vehicle (বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুর উপর আলাদাভাবে পতনযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্রের গুচ্ছ)।

FOBS—Fractional Orbital Bombardment System (এগুলো মহাশূন্যযানের ন্যায় বিশেষ কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় শত্রু-রাষ্ট্রের উপর একটার পর একটা অ্যাটম বোমা নিক্ষেপ করতে থাকবে)।

TNT—Trinitrotoluene—মারাত্মক রাসায়নিক বিস্ফোরক দ্রব্য।

Megaton—One million ton—১০ লক্ষ টন।

Radio-activity—তেজস্ক্রিয়তা যাহার তীব্রতা প্রাণীর জন্য মারাত্মক।

ভুল সংশোধন

১১তম সংখ্যা আহ্‌মদীতে "বাহাঈ ধর্ম প্রসঙ্গে" নামক প্রবন্ধে বেশ কিছু ছাপার ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। নিম্নে কতিপয় ভুল সংশোধন করা হল। —সম্পাদক

৬ পৃষ্ঠার ২য় কলমের ২য় ছত্রে বাগদাদে স্থলে বাদিস্তে হবে এবং ২৪ ছত্রে রাজ্যের স্থলে রাজের হবে।

৭ পৃষ্ঠার ১ম কলমের ২৮ ছত্রে ৪৭৪৮ পৃঃ স্থলে ৪৭, ৪৮পৃঃ হবে।

৯ পৃষ্ঠার ১ম কলমের ২য় ছত্রে বা স্থলে পা পড়তে হবে। উক্ত পৃষ্ঠার ২য় কলমের ৩য় ছত্রে জৈনক স্থলে জনৈক হবে।

১০ পৃষ্ঠার ২য় কলমের ২য় ছত্রে নিষিদ্ধ স্থানে লিপিবদ্ধ হবে।

আজিকার ধর্মহারা অশান্ত পৃথিবীকে পুনরায় শান্তিময় ধর্মের পথে আহ্বানকারী—হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর, তাঁর পবিত্রাত্মা খলিফাগণের ও তাঁর পূণ্যাত্মা অনুসারীগণের লেখা পাঠ করুনঃ—

• The Holy Quran. with English Translation		Tk. 125.00
• The Introduction & Commentry of The Holy Quran	(5 vol.)	
• The Philosophy of the Teachings of Islam	Hazrat Ahmed (P.)	Tk. 7.00
• Jesue in India	,,	Tk. 2.50
• Ahmadiyat—The True Islam	Hazrat Mosleh Maood (R)	Tk. 8.00
• Invitation to Ahmadiyat	,,	Tk. 8 00
• The Life of Muhammad (P. B.)	,,	Tk. 8.00
• The New World Order	,,	Tk. 3.00
• The Economic Structure of Islamic Society	,,	Tk. 2.50
• Islam and Communism	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Tk. 0.62
• Attitude of Islam Towards Communism	Moulana A.R. Dard (R)	Tk. 1.00
• The Preaching of Islam	Mirza Mubarak Ahmed	Tk. 0 50
• কিশতিয়ে নূহ	হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ)	Tk. 1.25
• ধর্মের নামে রক্তপাত	মীর্যা তাহের আহ্মদ	Tk. 2,00
• আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব	মৌলবী মোহাম্মদ	Tk. 1.00
• ইসলামেই নবুয়াত	,,	Tk. 0.50
• ওফাতে ঈসা	,,	Tk. 0.50

ইহা ছাড়া :—

• বিভিন্নধর্ম ও মতবাদের উপরে লিখিত নানাবিধ পুস্তক ও গ্রন্থসমূহ এবং বিনামূল্যে দেওয়ার মত অসংখ্য পুস্তক পুস্তিকা ও প্রচার পত্র।

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা-১

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Rabin Printing & Packages
For the Proprietors, Bangladesh Anjuman-e Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.